দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

033

18 JAN 1988

যথাসময়ে উত্তম পাঠ্য বই দিন

নতুন শিক্ষা বছর শুরু হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিমধ্যেই নতুন ক্লাসের পাঠ্য বই কেনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অতএব তারা এবং তাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ সে লক্ষ্যে তৎপর হয়ে ওঠেছেন। এ সময়ে টেক্সট বুক বোর্ড বুদ্ধিমানের মত ঝোপ বুঝে কোপ মেরে বসেছে। তারা মওসুমের শুরুতেই পাঠ্য বইয়ের দাম আরো এক ধাপ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ এদেশে পবিত্র মাহে রমজান এলে, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এলে কিংবা খৃষ্টানদের বড় দিন, হিন্দুদের পূজা-পার্বণসহ অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীদের জাতীয় উৎসব এলে— নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। সুতরাং শিক্ষা বছরের শুরুতে পাঠ্য বইয়ের দাম বাড়বে তাতে আর বিচিত্র কি? কারণ দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, এ দেশে শিক্ষা এবং ধর্ম সবকিছুই ব্যবসায়ের পণ্য হিসাবেও বিবেচিত হয়।

পাঠ্য বইয়ের দাম বাড়ানোর কারণ হিসাবে কাগজের মূল্য বৃদ্ধির কথা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে সে কারণে ফর্মা প্রতি ৮ পয়সা হিসাবে দাম বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, কাগজের দাম বৃদ্ধি হয়ে থাকলেও তাতো ফর্মার হিসাবে বৃদ্ধি করা হয় নাই। বিসিআইসি কাগজের মূল্য বাড়িয়েছে টনের হিসাবে। সে হিসাবে এক ফর্মা মানে এক তা কাগজের বর্ধিত মূল্য হবে ৮ পয়সা থেকে অনেক কম। সুতরাং টনের হিসাবের মূল্য ফর্মার হিসাবে ধরলে বইয়ের মূল্যে যে আর্থিক শুভাঙ্করির ফাঁক সৃষ্টি হবে— টেক্সট বুক বোর্ড সে ফাঁক পূরণ করবে কোন্ যুক্তি দিয়ে? কথাটা সেখানেই শেষ নয়। এই সঙ্গে তারা প্রকাশক এবং পুস্তক ব্যবসায়ীদের নাম করে— গত বছরের অবিক্রিত পুরাতন বইও কাগজের বর্ধিত মূল্যের হিসাবে নতুন বইয়ের দামে বিক্রি করার প্রস্তাব করেছে। এটাই বা কোন ধরনের প্রস্তাবনা হলো? কাগজের বর্ধিত মূল্য ফর্মায় হিসাব করে এবং সেই সঙ্গে কম দামের পুরাতন বই বর্ধিত নতুন দামে বিক্রি করার প্রস্তাব করে টেক্সট বুক বোর্ড এবং তাদের প্রকাশক ও বিক্রেতারা নিতান্ত কাঁচা ব্যবসায়ীক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং পুরাতন বই পুরাতন মূল্যে এবং নতুন বই বর্ধিত যথাযথ মূল্যে বাজারে ছাড়াই উচিৎ বলে আমরা মনে করি।

সেই সঙ্গে আমরা পাঠ্য বই বিশেষ দ্রুততার সঙ্গে বাজারে ছাড়ার আহবান জানাই। কারণ টেক্সট বুক বোর্ডের ব্যর্থতার কারণে পাঠ্য বই যথাসময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে না পৌছায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মারাত্মক ক্ষতি হয়। সুতরাং যাতে যথাসময়ে পাঠ্যক্রম শুরু ও শেষ হতে পারে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে আমরা টেক্সট বুক বোর্ডের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রসঙ্গতঃ আমরা আরো একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। ইতিপূর্বে পাঠ্য বইয়ের তথ্যগত, মুদ্রণগত ও অন্যান্য ভুলের জন্য টেক্সট বুক বোর্ড ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সে লজ্জাকর কথা আর আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই না। তবে বিশেষভাবে এটুকু বলতে চাই যে, এবারের পাঠ্য বইতে যেন আর সে ইতিহাসের পুনাবৃত্তি না ঘটে।

টেক্সট বুক বোর্ড বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। কিন্তু গত বছর পর্যন্ত তাদের প্রকাশিত ও মুদ্রিত পাঠ্য বইসমূহে তাদের পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা প্রমাণিত হয় নাই। যা হয়েছে তা শুধু টেক্সট বুক বোর্ডের নয়, বলতে গেলে গোটা জাতির জন্য লজ্জাকর। বাংলাদেশের টেক্সট বুক বোর্ডের প্রকাশিত পাঠ্য বই যদি অন্যদেশের টেক্সট বুক বোর্ডের বইয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয় বস্তার বিড়াল তখনই বেড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে প্রকাশক মুদ্রকদের উপরে দোষ চাপিয়ে বোর্ড কিন্তু তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারবে না।

কারণ পাঠ্য বইয়ের তথ্যগত ও মুদ্রণগত সকল প্রমাদের দায়িত্ব তাদেরই। আজেবাজে মুদ্রণ যন্ত্র দিয়ে অনুন্নত ছাপাখানায় পাঠ্য বই ছাপালে, বইয়ের মান নীচেই শুধু নামে। টেক্সট বুক বোর্ডের সততা সম্পর্কেও দেশবাসীর সন্দেহের অবকাশ ঘটে।

যাহোক, আমরা প্রত্যাশা করি, আমাদের নবীন প্রজন্মের কল্যাণের দিকে চেয়ে টেক্সট বুক বোর্ড পাঠ্য বই সম্পর্কে আরো সতর্কতা ও আন্তরিকতা অবলম্বন করবে।